দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 12 MAY 1985

পৃষ্ঠা ... 8 কলাম 1 ...

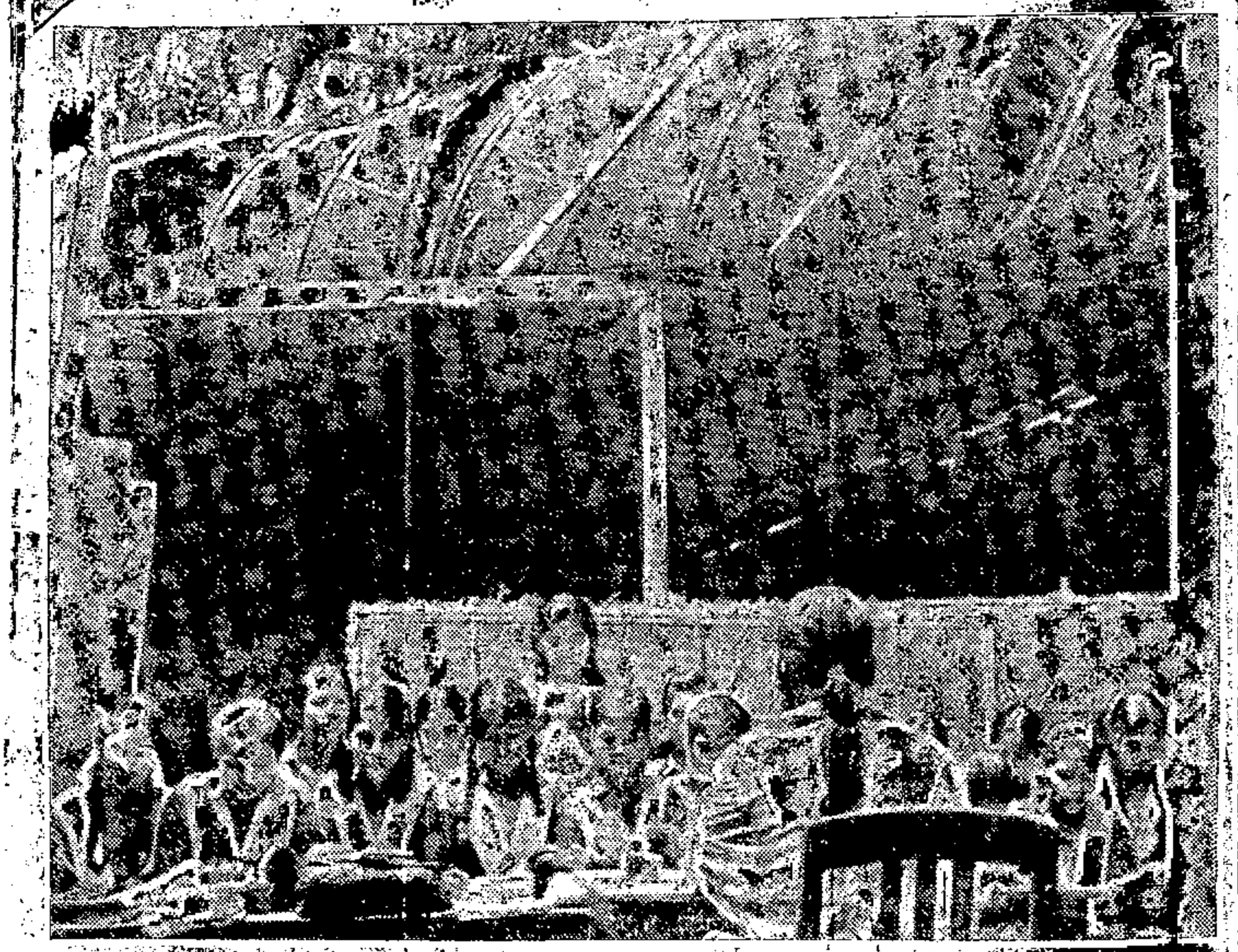

খোলা আকাশের নীচে স্কুল

(স্টাফ রিপোর্টার)

পাড়াগাঁয়ের কোন উন্মুক্ত বিদ্যালয় নয়। নগরীর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত সেগুন বাগিচা আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের একটি উন্মুক্ত শ্রেণী কক্ষ। চারদিকে বেড়ার দেয়াল আছে, দৃশ্যতঃ পরিপূর্ণ স্কুল ঘরের কাঠামোও দাঁড়িয়ে আছে—কিন্তু মাথার উপরে চাল নেই। এখন বৃষ্টি এলে ছাত্রীদের ক্লাশ বন্ধ হয়ে যায়। রোদের তাপ বাড়লেও অনেকে ক্লাশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

এক সময় এই স্কুলটি নড়বড়ে হলেও মাথার উপর টিনের চাল ছিল। গত মাসে কালবৈশাখীর ঝড়ে সেই ভাঙ্গা চালাটিও দুমড়ে-মুচড়ে উড়ে যায়। ফলে মোট আটশ ছাত্রীর মধ্যে পাঁচশরও বেশি ছাত্রীকে এখন পাঠ নিতে হয় খোলা আকাশের নীচে। তবু ওদের আপত্তি নাই। রোদ-বৃষ্টি, ঝড় মাথায় নিয়েও ওরা ক্লাশ করছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে অনেকে টেবিলের নীচে মাথা লুকোয়। তপ্ত রোদে মাথার ওপর ছায়া দেয় বইখাতা দিয়ে।

কিন্তু শুধু রোদের দাপট বেশি হলে কিংবা বৃষ্টির স্থায়িত্ব দীর্ঘ হলে মাঝে মাঝে ক্লাশ ছেড়ে যেতে হয়।

গত নবেম্বরে অনেক চেষ্টা-তদবীরের পর এই স্কুলটির পাকা ভবন নির্মাণের জন্যে ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায় বলে জানা গেছে। সেই টাকায় ভবন নির্মাণের সকল প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু গত মাসে নাকি এক অজ্ঞাত কারণে নির্মাণ কাজ শুরু করতে গিয়েও তা আবার স্থগিত হয়ে যায়। ফলে এই স্কুলটির উন্মুক্ত অবস্থার অবসান তথা আটশ ছাত্রীর মাথার উপর আচ্ছাদন দেয়ার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতই রয়ে গেল।